বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল(Agro Ecological Zones)সমূহের মানচিত্র

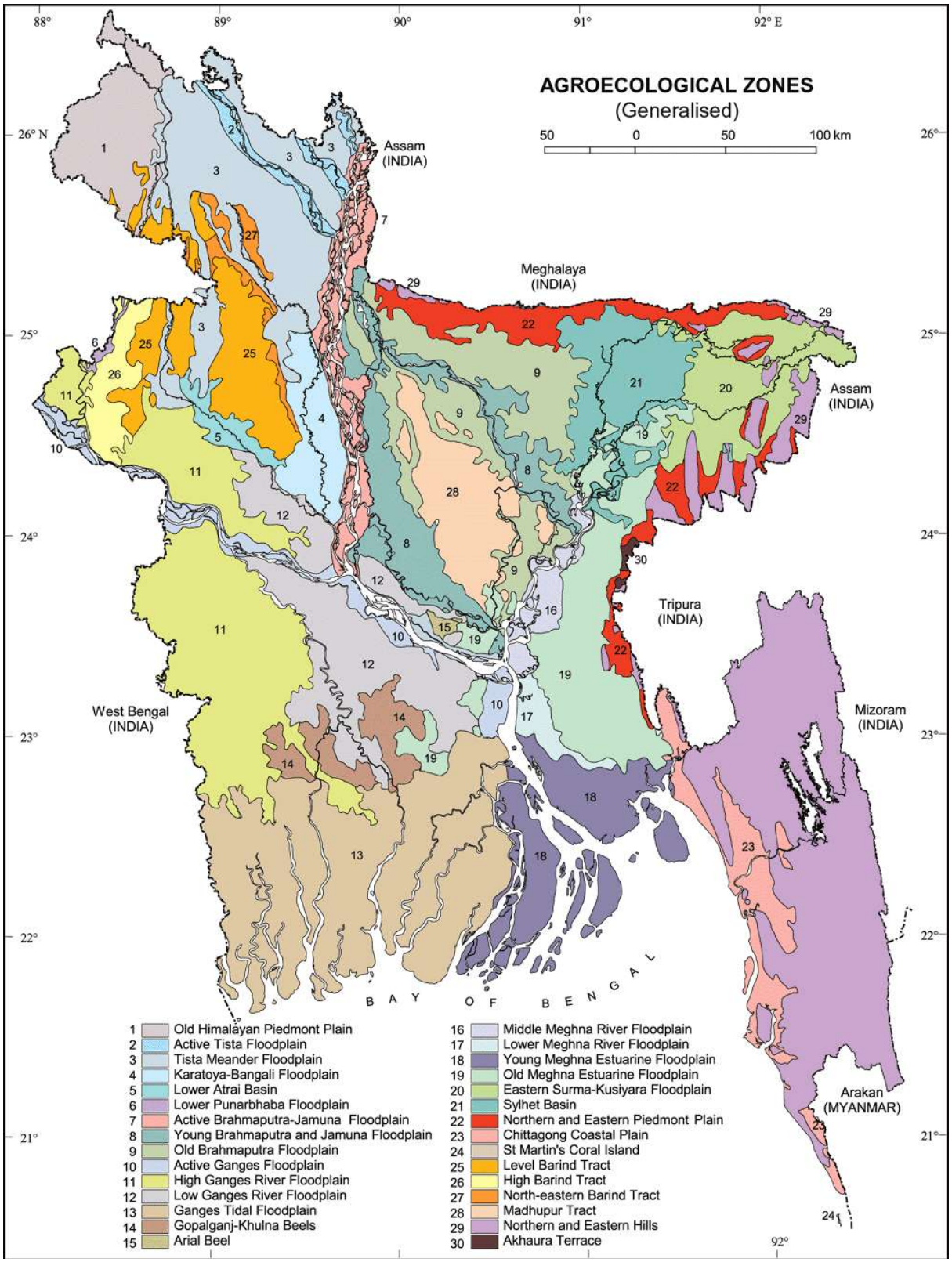

www.ekrishok.com

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল(Agro Ecological Zones)সমূহের তালিকা

মাটির ধরণ ও পরিবেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের মাটিকে মোট ৩০ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

১-অঞ্চলঃ পুরাতন হিমালয় পাদভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এর অধিকাংশ এবং দিনাজপুরের উত্তর পশ্চিমাংশ।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এর অধিকাংশ এবং দিনাজপুরের উত্তর পশ্চিমাংশ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে ধান, গম, আলু, পাট, ডাল, (মসুর, ছোলা), শীতকালীন শাকসবজী, গ্রীষ্মকালীন শাকসবজী, আখ ও সরিষা ভালো হয়।

২-অঞ্চলঃ সক্রিয় তিস্তা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে আউশ, রোপা আমন (স্থানীয়/উফশী), পাট, গম, তামাক, আলু, সরিষা, বোরো (উফশী) ইত্যাদি ফসল ভালো হয়।

৩-অঞ্চলঃ তিস্তা সর্পিল প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ রংপুরের অধিকাংশ, দিনাজপুরের ও পঞ্চগড়ের পূর্বাঞ্চল, বগুড়ার উত্তরাঞ্চল, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও রাজশাহীর অংশ বিশেষ।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ রংপুরের অধিকাংশ, দিনাজপুরের ও পঞ্চগড়ের পূর্বাঞ্চল , বগুড়ার উত্তরাঞ্চল, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও রাজশাহীর অংশ বিশেষ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী

নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে সবজি (বাঁধাকপি, ফুলকপি), গম, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, তামাক, সরিষা, আখ, পাট, মাসকলাই, রোপা আমন, ছোলা ও বোরো ধান চাষ করা যায়।

৪-অঞ্চলঃ করতোয়া বাঙালী প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ বগুড়ার পূর্বাঞ্চল ও সিরাজগঞ্জের অধিকাংশ এলাকা।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ বগুড়ার পূর্বাঞ্চল ও সিরাজগঞ্জের অধিকাংশ এলাকা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার সবজি, বোনা আউশ (স্থানীয় উন্নত), রোপা আমন, (স্থানীয় উন্নত), পাট, বিভিন্ন প্রকার ডাল, আলু, মরিচ, গম, বোরো (উফশী), সরিষা ও কাউন হয়।

৫-অঞ্চলঃ নিম্ন আত্রাই বেসিন। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ নওগাঁ ও নাটোরের অধিকাংশ এবং রাজশাহী, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের সামান্য এলাকা।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ নওগাঁ ও নাটোরের অধিকাংশ এবং রাজশাহী, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের সামান্য এলাকা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
মধ্যম	মধ্যম	পরিমিত	পরিমিত	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে মাটিতে রবি মৌসুমে তেমন কোন ফসল চাষ করা হয় না। তবে খেসারী কলাই চাষ করা যায়। এছাড়া খরিফ-১ মৌসুমে বোনা আমন (স্থানীয়) অথবা মিশ্র ফসল হিসেবে বোনা আউশ+বোনা আমন চাষ করা যেতে পারে।

৬-অঞ্চলঃ নিম্ন পুণর্ভব্য প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ নওগাঁর পশ্চিমাংশ ও নবাবগঞ্জের উত্তরাংশ।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ নওগাঁর পশ্চিমাংশ ও নবাবগঞ্জের উত্তরাংশ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
মধ্যম	মধ্যম	পরিমিত	পরিমিত	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ বোরো, পাট, বাদাম ও সরিষা স্থানীয় জাতের চাষ করা যেতে পারে।

৭-অঞ্চলঃ সক্রিয় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের পূর্বাংশ।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের পূর্বাংশ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের প্রধান ফসল গম, ডাল, সরিষা, বোরো (উফশী ও স্থানীয়), আখ, রোপা আমন, বোনা আমন ইত্যাদি।

৮-অঞ্চলঃ নুতন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ শেরপুর, জামালপুর, ও টাংগাইল জেলার পশ্চিমাংশ।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ শেরপুর, জামালপুর, ও টাংগাইল জেলার পশ্চিমাংশ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	নিম্ন	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের প্রধান ফসল আউশ, আমন, বোরো (উফশী ও স্থানীয় জাত), গম, পাট, সরিষা, আলু, ডাল ফসল, আখ, সবুজ সার, বিভিন্ন প্রকার সবজির চাষ করা যায়।

৯-অঞ্চলঃ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ জামালপুর, শেরপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ও নারায়ণগঞ্জ।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ জামালপুর, শেরপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ও নারায়ণগঞ্জ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে বিভিন্ন ফসল যেমন- রোপা আমন (উফশী ও স্থানীয়), বোরো, আউশ, পাট, গম, পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা, বিভিন্ন প্রকার ডাল সবজি, কলা চাষ করা যায়।

১০-অঞ্চলঃ সক্রিয় গঙ্গা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ নবাবগঞ্চ এবং রাজশাহীর গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকা হতে লক্ষীপুর ও বরিশালের মেঘনা মোহনা।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ নবাবগঞ্চ এবং রাজশাহীর গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকা হতে লক্ষীপুর ও বরিশালের মেঘনা মোহনা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের মাটিতে ডাল ফসল (মসুর, মাসকলাই), গম, পাট, বোনা আউশ, পেয়াজ, রসুন, সরিষা ফসলের চাষ করা যায়।

১১-অঞ্চলঃ উঁচু গঙ্গা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ রাজশাহী নবাবগঞ্জ, পাবনার দক্ষিণাংশ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা এবং খুলনা।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ রাজশাহী নবাবগঞ্জ, পাবনার দক্ষিণাংশ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা এবং খুলনা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের মাটিতে গম, সরিষা, ছোলা/মসুর, সবজি, আলু, পেঁয়াজ, বোনা আউশ (স্থানীয়), পাট বোরো ইত্যাদি চাষ করা যায়।

১২-অঞ্চলঃ নিম্ন গঙ্গা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, কুষ্টিয়া, মাগুরা এবং নড়াইল। খুলনা ও বাগেরহাটের (উত্তর পূর্বাঞ্চল), বরিশাল (উত্তরাঞ্চল), মানিকগঞ্জ, ঢাকা এবং মুন্সীগঞ্জ (দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল)।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, কুষ্টিয়া, মাগুরা এবং নড়াইল। খুলনা ও বাগেরহাটের (উত্তর পূর্বাঞ্চল), বরিশাল (উত্তরাঞ্চল), মানিকগঞ্জ, ঢাকা এবং মুন্সীগঞ্জ (দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল)।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের মাটিতে ডাল, গম, বোরো (উফশী, বোরো আউশ (স্থানীয় উন্নত), পাট (তোষা), রোপা আমন (উফশী), সবুজ সার ইত্যাদি চাষ করা হয়।

১৩-অঞ্চলঃ গঙ্গা জোয়ার প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
মধ্যম	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ রবি মৌসুমে এ অঞ্চলের মাটিতে গম, বোরো, মুগডাল, খেসারি, মরিচ, শিম, টমেটো, সরিষা, পেঁয়াজ, তরমুজ, গো-মটর ইত্যাদি; খরিফ-১ মৌসুমে আউশ (উফশী), পুঁইশাক, ডাটা ইত্যাদি এবং খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত), রোপা আমন (উফশী), লাউ, মরিচ ইত্যাদি চাষ করা যাবে।

১৪-অঞ্চলঃ গোপালগঞ্জ খুলনা বিল। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, বাগেরহাট এবং খুলনা।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, বাগেরহাট এবং খুলনা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	পরিমিত	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ সেচ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে রবি মৌসুমে বোরো (উফশী), গম, ইত্যাদির চাষ করা যায়। বৃষ্টি নির্ভর ফসল খরিফ-১ এ তিল, পাট, বোনা আউশ (স্থানীয় উন্নত), পুঁইশাক, তিল, পাট, বোনা আউশ এবং খরিফ-২- এ রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত/উফশী) চাষ করা হয়।

১৫-অঞ্চলঃ আরিওল বিল। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা।
এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ ডাল, সরিষা, মিশ্র আউশ+আমন (স্থানীয়), পাট, বোরো (উফশী) ইত্যাদি এ অঞ্চলের প্রধান ফসল।

১৬-অঞ্চলঃ মধ্য মেঘনা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নরসিংদী, ও নারায়গঞ্জ এর অংশ।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নরসিংদী ও নারায়গঞ্জ এর অংশ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের মাটিতে বোরো ফসল, বোনা আমন (স্থানীয় উন্নত), খেসারি, সরিষা, গম, আলু, পাট ইত্যাদি চাষ করা যায়।

১৭-অঞ্চলঃ নিম্ন মেঘনা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ চাঁদপুর, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ চাঁদপুর, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এখানে মাটিতে রোপা আউশ, রোপা আমন, আউশ+আমন (মিশ্র), সরিষা বোরো (উফশী) ইত্যাদি চাষ করা যায়।

১৮-অঞ্চলঃ নিম্ন গঙ্গা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ অঞ্চল –১৮: চট্রগ্রাম, ফেণী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, কুষ্টিয়া, মাগুরা এবং নড়াইল। খুলনা ও বাগেরহাটের (উত্তর পূর্বাঞ্চল), বরিশাল (উত্তরাঞ্চল), মানিকগঞ্জ, ঢাকা এবং মুন্সীগঞ্জ (দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল)।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের মাটিতে ডাল, গম, বোরো (উফশী, বোরো আউশ (স্থানীয় উন্নত), পাট (তোষা), রোপা আমন (উফশী), সবুজ সার ইত্যাদি চাষ করা হয়

১৯-অঞ্চলঃ পুরাতন মেঘনা মোহনা। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ঢাকা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ঢাকা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ রবি মৌসুমে গম, সরিষা, আলু, খেসারি, মরিচ, বোরা (উফশী; খরিফ-১ মৌসুমে বোনা আউশ (স্থানীয়), রোপা আউশ (উফশী), তিল, পাট, কাউন, ইত্যাদি এবং খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন (স্থানীয়/উফশী) ইত্যাদি চাষ করা যায়।

২০-অঞ্চলঃ পূর্বসুরমা কুশিয়ারা প্লাবন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ রবি মৌসুমে বোরো (উফশী) চাষ করা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে বোনা আউশ (স্থানীয় উন্নত), রোপা আউশ (স্থানীয় উন্নত/উফশী), আউশ+আমন (মিশ্র) ফসল চাষ করা যায়। খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত) ও উফশী রোপা আমন চাষ করা যায়।

২১-অঞ্চলঃ সিলেট বেসিন ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে রবি মৌসুমে বোরো ফসল ভাল চাষ হয়। মাঝরি নিচু প্রকৃতির জমিতে খরিফ-১ এ বোরো আউশ (উফশী/স্থানীয়), বোনা আমন (স্থানীয়) এবং খরিফ-২ মৌসুমেও এ ফসল আবাদ করা যায়।

২২-অঞ্চলঃ উত্তর-পূর্ব পাদভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ শেরপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ শেরপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ রবি মৌসুমে সবজি, ডাল ফসল, সরিষা, বোরো (উফশী); খরিফ-১ মৌসুমে বোরো আউশ (উফশী), বোনা আউশ (স্থানীয় উন্নত), রোপা আউশ (উফশী) এবং খরিফ-২ এ রোপা আমন, মাসকলাই ইত্যাদি চাষ করা যায়।

২৩-অঞ্চলঃ চট্রগ্রাম উপকূল অঞ্চল। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ ফেনী চট্রগ্রাম এবং কক্সবাজার।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ ফেনী চট্রগ্রাম এবং কক্সবাজার।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এখানে রবি মৌসুমে শীতকালীন সবজী ও বোরো ফসল চাষ করা যায়। খরিফ-১ এ বোনা আউশ, রোপা আউশ ও গ্রীষ্মকালীন সবজি এবং খরিফ-২ এ রোপা আমন (উফশী/স্থানীয়) ফসল চাষ করা যায়।

২৪-অঞ্চলঃ সেন্ট মার্টিন কোরাল দ্বীপ। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ কক্সবাজার (সেন্ট মার্টিন দ্বীপ)।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ কক্সবাজার (সেন্ট মার্টিন দ্বীপ)।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ রবি মৌসুমে আলূ, শীতকালীন সবজি, পেঁয়াজ, রসুন, খরিফ-১ মৌসুমে রোপা আউশ (উফশী) এবং খরিফ-২ এ রোপা আমন (উফশী/স্থানীয়) ফসল চাষ করা হয়।

২৫-অঞ্চলঃ সমতল বরেন্দ্র ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ এবং নাটোর।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ এবং নাটোর।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	অতি নিম্ন	অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের রবি মৌসুমে আখ, আলু, গম, সবজি, বোরো ফসল চাষ করা হয়। এছাড়া রবি মৌসুমে সাথী ফসল হিসেবে আখের সঙ্গে পেঁয়াজ, আদা ও আলুর চাষ করা যায়।

২৬-অঞ্চলঃ উচ্চ বরেন্দ্র ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	অতি নিম্ন	অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এখারে রবি মৌসুমে সরিষা, সবজি, ছোলা+মসুর (মিশ্র), গম; খরিফ-১ মৌসুমে পাট, বোনা আউশ, সবুজ সার, রোপা আউশ এবং খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন চাষ করা যায়।

২৭-অঞ্চলঃ উত্তর-পূর্ব বরেন্দ্র ভূমি। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ গাইবান্ধা, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, এবং জয়পুরহাট।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ গাইবান্ধা, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, এবং জয়পুরহাট।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ রবি মৌসুমে সরিষা, মাসকলাই, সবজি, আলু, বোরো; খরিফ-১ এ বোনা আউশ (স্থানীয় উন্নত), সবুজ সার, এবং খরিফ-২ এ রোপা আমন চাষ করা যায়।

২৮-অঞ্চলঃ মধুপুর অঞ্চল। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে রবি মৌসুমে সরিষা, ডাল, আখ, গম, বোরো ধান; খরিফ-১ মৌসুমে বোনা আউশ এবং খরিফ-২ এ রোপা আমন চাষ করা হয়।

২৯-অঞ্চলঃ উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
অতি নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলে রবি মৌসুমে বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষ করা যায়। ট্রিপোল ক্রপিং (তিন ফসলি) হিসেবে ধানের সঙ্গে ভূট্টা, ঢেড়স চাষ করা যায়। খরিফ-১ এ গ্রীষ্মকালীন সবজি, সবুজ সার, রোপা আউশ (স্থানীয় উন্নত) এবং খরিফ-২ এ রোপা আমন চাষ করা যায়।

৩০-অঞ্চলঃ আখাউড়া সোপান। এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ জেলার কিয়দংশ।

এর অন্তর্ভুক্ত জেলার নামঃ আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ জেলার কিয়দংশ।

মাটির উর্বরতা শ্রেণী				
নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	গন্ধক	দস্তা
নিম্ন	মধ্যম	নিম্ন	পরিমিত	পরিমিত

এ অঞ্চল উপযোগী ফসলসমূহঃ এ অঞ্চলের ফসল গম, আলু, সরিষা, আখ+হলুদ (মিশ্র), পাট, কলা, রোপা আউশ, রোপা আমন ইত্যাদি।

তথ্যের উৎসঃ

কন্টেন্ট তৈরিঃ ১১/০৮/২০১১

সর্বশেষ সংযোজন (তারিখ): July, 2014

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন- info@ekrishok.com